আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর "নেকীর দাওয়াত" এর একটি পর্ব সংকলন ও সংযোজন সংবলিত

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৫
WEEKLY BOOKLET:292

মসজিদের সম্মান

আমরা দুনিয়ায় কেনো এলাম?

ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

মসজিদ সম্পর্কীত ১৯টি মাদানী ফুল

আরোগ্য লাভ না হওয়ার রহস্য

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াদ" এর ৩৩৮ থেকে ৩৫০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

মসজিদের সম্মান

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা "**মসজিদের সম্মান**" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে মসজীদের ভালোবাসা এবং সেটার প্রতি আদব ও সম্মান কারি বানাও এবং তাকে তার পিতা মাতাসহ ও পরিবারের সকল সদস্যদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ** করেন: নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সেটার ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে ঐ ব্যাক্তি তোমাদের মধ্যে থেকে যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিকহারে দরুদ পাঠকারি হবে। **(ফিরদৌসুল আখবার, ৫/২৭৭, হাদীস ৮১৭৫)**

আমরা দুনিয়ায় কেনো এলাম?

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ "খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" এর ৬৪৭ পৃষ্ঠায় ১৮তম পারা সূরা মুমিনুন এর ১১৫ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তোমরা কি এ কথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার আলোকে বলেন: আর (তোমাদের কি) আখিরাতে প্রতিদানের জন্য উঠতে হবে না? বরং তোমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা যেনো ইবাদত করাকে আবশ্যক করে নাও এবং আখিরাতে তোমরা আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করো তবে তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিফল দিবো।

(খাযায়িনুল ইরফান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রত্যেককেই নিজের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিৎ, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও সাওয়াবের কাজ করতে থাকা উচিৎ। মাদানী চ্যানেল দেখতে ও দেখাতে থাকুন, কেননা ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখা এবং অপরকে দেখার দওয়াত দেয়া **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সর্বদা মৃত্যুর কথা স্বরণ রাখুন! মৃত্যু বরকে বরযাত্রা থেকে আর নববধূকে ফুলশয্যার মধুময় রজনীতে প্রশান্তি ও আনন্দময় বিছানা থেকে মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বুলি খালওয়াত মে আজাল দুলহু দুলহান সে ওয়াক্তে এ্যয়শ
হে তুমহে ভি কবর কে গোশে সুনা এক দিন

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যখন মসজিদে সজোরে কদম রেখে হাঁটাও নিষেধ, তখন ....

আমার আ'কা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার আগ্রহকে মুবারকবাদ! তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব অর্জনের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। যেমনটি; আ'লা হযরতের খলীফা, মালিকুল ওলামা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী যাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ভদ্রলোক যাকে "নবাব সাহেব" বলা হতো, মসজিদে নামায পড়তে আসলো এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেপরোয়াভাবে নিজের লাঠিটি মসজিদের মেঝেতে ফেলে দিলো, যার আওয়াজ উপস্থিতিরা শুনলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) বললেন: **"নবাব সাহেব! মসজিদে সজোরে কদম রেখে হাঁটাও যেখানে নিষেধ, সেখানে এতো জোরে লাঠি ফেলা!"** নবাব সাহেব আমার সামনে ওয়াদা করলো: اِنْ شَآءَ الله আগামীতে এমনটি আর হবে না। **আল্লাহ পাকের রহমত আ'লা হযরতের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসজিদে মোবাইলের রিংটোন বন্ধ রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মসজিদের সম্মান করা জরুরী, মসজিদে হাঁটার সময় যেনো পায়ের আওয়াজ সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী, তাছাড়া লাঠি (WALKING STICK), ছাতা,

www.dawateislami.net

হাত পাখা, স্যান্ডেল, বাজারের ব্যাগ, পাত্র ইত্যাদি কোন কিছুই এভাবে না রাখা, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়। যদি মোবাইল থাকে তবে মসজিদে এর রিংটোন বন্ধ রাখুন, আফসোস! এ ব্যাপারে সাবধানতা খুবই কম অবলম্বন করা হয়ে থাকে, এমনকি মসজিদুল হারাম শরীফে আর তাও একেবারে খানায়ে কাবার তাওয়াফে মানুষের মোবাইল ফোনের রিংটোন বরং আলাহর পানাহ! মিউজিক্যাল টোন গুঞ্জন করতে থাকে, অথচ মিউজিক্যাল টোন তো মসজিদ ছাড়াও **নাজায়িয**।

মসজিদ সম্পর্কীত ১৭টি মাদানী ফুল

মসজিদের সম্মানের প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডের ৮৬০-৮৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মাদানী ফুল সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা গ্রহন করে নিজের হৃদয়ের মাদানী ফুলদানীতে সাজিয়ে নিন:

﴾১﴿ বর্ণিত আছে: এক মসজিদ নিজ **প্রতিপালকে**র নিকট অভিযোগ করতে চললো যে, লোকেরা আমার ভেতর দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে। পথিমধ্যে ফিরিশতার সাক্ষাত হলো এবং বললো: আমরা তাদের (মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা লোকদের) ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৩১২)

﴾২﴿ বর্ণনা করা হয়েছে: "যেসব লোক গীবত করে ও যারা মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলে, তাদের মুখ থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হয়, যার ফলে ফিরিশতাগণ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করে

www.dawateislami.net

থাকে।” سُبْحٰنَ اللّٰه! যখন মুবাহ ও জায়িয কথা শরয়ী প্রয়োজন ব্যতিত মসজিদে বসে বলাতে এমন আপদ, তবে (মসজিদে) হারাম ও নাজায়িয কাজ করার কি অবস্থা হবে! (প্রাগুক্ত)

﴾৩﴿ দর্জির জন্য অনুমতি নেই যে, মসজিদে বসে কাপড় সেলাই করা। তবে হ্যাঁ! যদি শিশুদের বাধা দিতে বা মসজিদের নিরাপত্তার জন্য বসে তবে অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে লেখকের (মসজিদে) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লেখার অনুমতি নেই। (আলমগিরী, ১/১১০)

﴾৪﴿ মসজিদের ভেতর কোন ধরণের খড়-খুটো কখনোই ফেলবেন না। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ “জযবুল কুলূব” কিতাবে উদ্ধৃত করেন: মসজিদে যদি সামান্য খড়-খুটো বা বালি কণাও ফেলা হয় তবে তাতে মসজিদের এমন কষ্ট অনুভূত হয়, যেমন কষ্ট মানুষের চোখে সামান্য (বালি) কণা পড়লে হয়ে থাকে।

(জযবুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা)

﴾৫﴿ মসজিদের দেয়ালে, এর মেঝে, চাটাই বা গালিচার উপর কিংবা এর নিচে থুথু নিক্ষেপ করা, নাক পরিস্কার করা, নাক বা কানের ময়লা বের করে লাগানো, মসজিদের চাটাই বা গালিচার সুতা ইত্যাদি ছেঁড়া সবই নিষেধ।

﴾৬﴿ প্রয়োজনে (মসজিদের ভেতর) নিজের রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নাক পরিস্কার করাতে কোন সমস্যা নেই।

﴾৭﴿ মসজিদে ঝাড়ু দেয়ার পর যে ধূলিবালি বা খড়কুটো বের হবে তা এমন স্থানে ফেলবেন না যেখানে অমর্যাদা হয়।

www.dawateislami.net

﴾৮﴿ জুতো খুলে মসজিদে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে তবে ধূলোবালি বাইরে ঝেড়ে নিন। যদি পায়ের তালুতে ধূলোবালির কণা লেগে থাকে, তবে নিজের রুমাল ইত্যাদি দ্বারা মুছে মসজিদে প্রবেশ করুন। মসজিদে যেনো ধূলোবালির কোন কণা না পড়ে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন।

﴾৯﴿ মসজিদের অযুখানায় অযু করার পর পা অযুখানাতেই ভালোভাবে শুকিয়ে নিন, ভেজা পায়ে হাঁটার ফলে মসজিদের মেঝে নোংরা এবং গালিচা অপরিস্কার হয়ে যায় আর খারাপ দেখায়।

এবার আমার আ'কা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মলফুযাত শরীফ থেকে কিছু মসজিদের আদব উপস্থাপন করা হচ্ছে:

﴾১০﴿ মসজিদে দৌঁড়ানো বা সজোরে পা রাখা, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, তা নিষেধ।

﴾১১﴿ অযু করার পর অযুর অঙ্গ থেকে এক ফোঁটা পানিও যেনো মসজিদের মেঝেতে না পড়ে। (মনে রাখবেন! অযুর অঙ্গ থেকে অযুর পানির ফোঁটা মসজিদের মেঝেতে ফেলা, নাজায়িয ও গুনাহ)।

﴾১২﴿ মসজিদের এক দরজা থেকে অপর দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় (যেমন; আঙ্গিনায় প্রবেশের সময়ও এবং আঙ্গিনা থেকে ভেতরের অংশে যাওয়ার সময়ও) ডান পা এগিয়ে দিন, এমনকি যদি গালিচা বিছানো থাকে, তাতেও ডান পা রাখুন আর যখন সেখান থেকে সরবেন তখনও ডান পা রাখুন (অর্থাৎ আসতে যেতে প্রতিটি গালিচায়

www.dawateislami.net

প্রথমে ডান পা রাখুন) বা খতীব যখন মিম্বরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে প্রথমে ডান পা রাখুন আর যখন নেমে আসবেন তখনও ডান পা নামান।

﴾১৩﴿ মসজিদে যদি হাঁচি আসে তবে চেষ্টা করবেন যেনো আওয়াজটি আস্তে হয়, অনুরূপভাবে কাশির ক্ষেত্রেও। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে জোরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। অনুরূপভাবে ঢেকুরও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত অন্যথায় যথা সম্ভব আওয়াজকে চেপে রাখুন, যদিও মসজিদের বাইরে হয়। বিশেষত মজলিশে বা কোন সম্মানিত বুযুর্গের সামনে অসভ্যতা। হাদীসে পাকে রয়েছে: এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঢেকুর তুললো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমাদের কাছ থেকে নিজের ঢেকুরকে দূরে রাখো, কেননা দুনিয়ায় যে বেশি সময় ধরে পেট ভরতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন বেশি সময় ক্ষুধার্ত থাকবে।" (শরহুস সুন্নাহ, ৭/২৯৪, হাদীস ২৯৪৪) আর হাই তোলাতে কোথাও আওয়াজ বের করা উচিৎ নয়। যদিও মসজিদের বাইরে একাও হয়, কেননা এটি হলো শয়তানের অট্টহাসি। যখন হাই আসবে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখুন, মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। এভাবে যদি প্রতিরোধ না হয়, তবে উপরের দাঁত দ্বারা নিচের ঠোঁট চেপে ধরুন এবং এতেও প্রতিরোধ না হলে, তবে যথাসম্ভব মুখ কম খুলুন এবং বাম হাত উল্টো করে মুখের উপর রাখুন। যেহেতু হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে তাই আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। অতএব হাই আসলে তবে এরূপ ভাবুন যে,

www.dawateislami.net

"আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام হাই আসতো না।" اِنْ شَآءَ الله তৎক্ষণাৎ হাই বন্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৮, ৪৯৯)

﴾১৪﴿ হাসি ঠাট্টা এমনিতেই নিষেধ আর মসজিদে কঠোরভাবে নাজায়িয।

﴾১৫﴿ মসজিদে হাসা নিষেধ, কেননা তা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে। অবস্থার প্রেক্ষিতে মুচকি হাসাতে অসুবিধা নেই।

﴾১৬﴿ মসজিদের মেঝেতে কোন কিজনিস নিক্ষেপ করবেন না বরং আস্তে করে রাখুন। গরমের দিনে লেকাকেরা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে ছুঁড়ে দেয় (মসজিদে টুপি, চাদর ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলবেন না, অনুরূপভাবে চাদর বা রুমাল দ্বারা মেঝে এমন ভাবে ঝাড়বেন না, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়) বা লাঠি, ছাতা ইত্যাদি রাখার সময় দূর থেকে ছুড়ে মারা হয়। এও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মোটকথা মসজিদের সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

﴾১৭﴿ মসজিদে বায়ূ ত্যাগ করা নিষেধ, প্রয়োজন হলে (যারা ইতিকাফে নয়, তারা) বাইরে চলে যান। অতএব ইতিকাফকারীদের উচিত যে, ইতিকাফের সময় কম আহার করা, পেট হালকা রাখা, যাতে করে প্রাকৃতিক ডাক (অর্থাৎ ইস্তিঞ্জা) ব্যতীত অন্য সময়ে বায়ূ ত্যাগ করার প্রয়োজন না হয়। তারা এর জন্য বাইরে যেতে পারবে না। (অবশ্য মসজিদের বাউন্ডারিতে বিদ্যমান টয়লেটে বায়ূ ত্যাগের জন্য যেতে পারবে)।

﴾১৮﴿ ক্বিবলার দিকে পা প্রসারিত করা তো সব জায়গায় নিষেধ। মসজিদে কোন দিকেই প্রসারিত করবেন না, কেননা এটি দরবারের

www.dawateislami.net

আদবের পরিপন্থি। হযরত সিররী সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে একাকী বসে ছিলেন, পা প্রসারিত করলেন, মসজিদের এক কোণ থেকে আহ্বানকারী আওয়াজ দিলেন: "সিররী! বাদশাহের দরবারে কি এভাবে বসে?" তৎক্ষণাৎ তিনি পা গুটিয়ে নিলেন আর এমনভাবেই গুটালেন যে, ইন্তিকালের সময়ই সে পা প্রসারিত হয়েছিলো। (সবয়ে সানাবিল, ১৩১ পৃষ্ঠা) (ছোট শিশুদেরও আদর করার সময়, বিছানা থেকে উঠানোর সময় ও ঘুমপাড়ানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, যেনো তাদের পা ক্বিবলার দিকে না হয় আর প্রস্রাব-পায়খানা করানোর সময়ও জরুরী যে, তাদের মুখ বা পিঠ যেনো ক্বিবলার দিকে না হয়)

﴾১৯﴿ ব্যবহৃত জুতো পরে মসজিদের ভেতরে যাওয়া অভদ্রতা ও বেআদবী। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩১৭-৩২৩ পৃষ্ঠা)

ইলাহী করম বেহরে শাহে আরব হো
হামে মসজিদোঁ কা মুয়াসসার আদব হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অফুরন্ত দয়া রয়েছে। প্রায় শুনা যায় যে, ডাক্তারেরা যেসব রোগীকে দূরারোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছে, তারা মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করার কারণে সুন্দরভাবে আরোগ্য লাভ করে নিলো। যেমনটি; মাড়িপুরের (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই একটি

www.dawateislami.net

ঈমান সতেজকারী ঘটনা লিখে দিয়েছে, যার সারমর্ম কিছুটা এরূপ; হাক্স-বে (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক ইসলামী ভাই, যে ছিলো "ক্যান্সারের রোগী, সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্য লাভ করলো। সফরকালে বেচারা খুবই উদাসীন ও হতাশ ছিলো। আশিকানে রাসূল তাকে সাহস যোগাতো আর তার জন্য দোয়াও করতো। একদিন সকালবেলা বসা অবস্থায় তার হঠাৎ বমি হলো এবং তাতে একটি মাংসের টুকরো গলা দিয়ে বের হয়ে এলো! বমি করার পর সে খুবই প্রশান্তি অনুভব করলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে যখন ডাক্তারের নিকট গেলো এবং আবারো টেস্ট করালো, তখন অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, তার ক্যান্সার চলে গিয়েছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ

মারাযে নিসিয়ান হো চাহে সারতান হো
দূর বীমারিয়াঁ অউর পেরেশানিয়াঁ

কোয়ি সি হো বালা, কাফেলে মে চলো
হো বফযলে খোদা, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী কাফেলার অসুস্থ মুসাফিরদের ব্যাপারে ৫টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ পাক** মাদানী কাফেলার বরকতে ক্যান্সার রোগীকে আরোগ্য দান করে দিলেন। মাদানী কাফেলার অসুস্থ মুসাফিরের ব্যাপারে ৫টি মাদানী ফুল গ্রহণ করে নিন। (১) **আল্লাহ পাকই** মূলত শাফেউল আমরায অর্থাৎ অসুস্থদের আরোগ্য দানকারী। সবাই জানে যে, অনেক সময় বড় বড় অভিজ্ঞ ডাক্তার

www.dawateislami.net

উন্নত থেকে উন্নতমানের ঔষধ দিয়ে থাকে, কিন্তু লাগাতার রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে রোগী মারা যায়। অতএব মাদানী কাফেলায় কোন রোগী যদি আরোগ্য লাভ নাও হয় তবে শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়বেন না। (২) এমন রোগীকে মাদানী কাফেলায় সফর করাবেন না আর ইতিকাফেও আনবেন না, যাকে দেখে অন্যদের ঘৃণা হয় কিংবা কষ্ট হয়। একবার দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায **ফয়যানে মদীনা** বাবুল মদীনা করাচীতে একজন ক্যান্সার রোগী ইতিকাফ করলো, সেখানে হাজার হাজার লোক ইতিকাফ করে থাকে, হালকা বানানো হয়ে থাকে, একটি হালকায় তাকেও অর্ন্তভূক্ত করে নেয়া হলো। ইসলামী ভাইয়েরা যখন সাহরী ও ইফতার করতো সেও তাদের সাথে বসে যেতো কিন্তু মুখ বা গলায় ক্যান্সার হওয়ার কারণে বেচারা খেতে পারতো না, নিশ্চয় সেই অসহায় লোকটি দয়ার পাত্র ছিলো কিন্তু আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, তার কারণে তার হালকার ইতিকাফকারীদের কিরূপ কষ্টের সম্মুখিন হতে হয়েছে! আসলেই যদি কিছু খেতে পারে না এমন কোন রোগী বসে বসে যখন কারো মুখের গ্রাসের দিকে চেয়ে থাকে তবে সেই আহার রত লোকের কেমন লাগবে তা প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই বঝুতে পারবে। (৩) কিছু কিছু রোগীর ক্ষতস্থান পঁচে যায়, তা থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যদিও সে সবদিক থেকে সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য এবং সকলের দয়ার পাত্রও হয়ে থাকে, কিন্তু তার রোগ অন্যের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে, তাই তাদের ইতিকাফ ও মাদানী কাফেলায় সফর না করা উচিত, এই অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করাও শরয়ীভাবে হারাম, কেননা দুর্গন্ধের কারণে সাধারণ মুসলমান ও

www.dawateislami.net

ফিরিশতাদের কষ্ট হয়ে থাকে। (৪) এমন ব্যক্তি যার মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে, যে ইউরিন ব্যাগ বা স্টুল ব্যাগ ব্যবহার করে থাকে, তাছাড়া কুষ্ঠ বা ধবল রোগীও মাদানী কাফেলায় সফর এবং ইতিকাফ করবে না। আমার প্রিয় আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া** ২৪তম খন্ডের ২২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: এক কুষ্ঠ রোগী মহিলা কাবা শরীফের তাওয়াফ করছিলো, আমীরুল মুমিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাকে বললেন: হে **আল্লাহ**র বান্দিনী! মানুষকে কষ্ট দিও না, ভালো হয় যে, তুমি তোমার ঘরে বসে থাকো, অতঃপর সে ঘর থেকে বের হয়নি। (মুআত্তা ইমাম মালেক, ১/৩৮৮, হাদীস ৯৮৮) (৫) এমন মানসিক রোগী বা জ্বীনে ধরা রোগীকেও মাদানী কাফেলা এবং মসজিদ থেকে দূরে রাখুন, যখন রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বেহুঁশ হয়ে যায় বা চিৎকার দিয়ে উঠে অথবা নিজের অজান্তে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে মসজিদের সম্মানহানি এবং অন্যদের জন্য পেরেশানির কারণ হয়। এরূপ রোগীদের ইতিকাফে বসানো বা মাদানী কাফেলায় সফর করানোর পরিবর্তে তাদের পক্ষ থেকে যেনো তাদের প্রতিনিধি সফর করে বা ইতিকাফ করে তাদের জন্য দোয়া করে। এমনও হতে পারে যে, এরূপ রোগী বা তাদের পরিবার একজন ইসলামী ভাইয়ের কিংবা সামর্থ্য অনুযায়ী যতজনের দিতে পারে ততজনের ব্যয়ভার বহন করে তিনদিন, ১২ দিন, ৩০ দিন, ১২ বা ২৫ মাসের মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সফর করান। রোগীর প্রতিনিধিরা দোয়া করতে থাকুন, দয়ালূ **আল্লাহ** নিজ রহমতে আরোগ্য দান করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন! শুধু দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মনোনীত কাফেলা

www.dawateislami.net

যিম্মাদারকেই আপনার টাকা জমা দিন, কেননা তিনি তার নিয়মে যথারীতি সফর করাবেন, আপনি যদি কাউকে টাকা দিয়েও দেন তবে হয়তো এমনও হতে পারে যে, সে সফর করলো না কিংবা হতে পারে সফর পূর্ণ না করে অর্ধেকেই ফিরে গেলো। মনে রাখবেন! রোগী যেনো অযথা মনকষ্ট না পায়, তাকে দেখতে যান, তার সাথে মেলামেশাও রাখুন বরং যেখানে মাদানী কাফেলা মসজিদের পরিবর্তে অন্য কোথায় অবস্থান নেয় আর মাদানী কাফেলার লোকেরা একমত হয়ে যদি কোন রোগী যাকে দেখলে ঘৃণা হয় নিজেদের সাথে রাখতে চায় তবেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষ্য রখতে হবে যে, বাহির থেকে প্রতিদিন আগমণকারী এমন সাধারণ ইসলামী ভাইয়ের আগমনে দ্বিধা বা কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা যেনো না থাকে।

সদকা নবী দি আ'ল দা বখশে খোদা শিফা
মঙ্গো দোয়া'ওয়াঁ মেরে জায় বীমার ওয়াস্তে

প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্যান্সার একটি মারাত্মক রোগ, এই রোগটি ডাক্তারেরা "দূরারোগ্য" মনে করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়, যেমনটি; মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে, **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে, যখন সেই ঔষধ রোগীর নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, তখন **আল্লাহ পাকের** হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।" (মুসলিম, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২০৪) নিশ্চয় **বার্ধক্য ও মৃত্যু** ব্যতীত সকল রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। তবে এই ব্যাপারটি ভিন্ন যে, কিছু কিছু

www.dawateislami.net

রোগের চিকিৎসা ডাক্তাররা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। সুতরাং "অমুক রোগের চিকিৎসা নেই" এমন বলার পরিবর্তে এটা বলা উচিত যে, আমাদের নিকট এই রোগের চিকিৎসা নেই অথবা ডাক্তাররা এখনও পর্যন্ত রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি। যাইহোক! **আল্লাহ পাক** চাইলে তবেই ঔষধ আরোগ্য লাভের উপলক্ষ্য হতে পারে। অন্যথায় প্রবল সম্ভাবনা যে, সেই ঔষধই রোগীর মৃত্যুর বার্তা নিয়ে আসবে! আর এও দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের পক্ষ থেকে পাওয়া যথাযথ ঔষধ প্রয়োগের পরও রোগীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (REACTION) হয়ে যায় এবং আরো বেশি অসুস্থ বা বিকলাঙ্গ হয়ে যায় কিংবা রোগী মারা যায়, তাছাড়াও কিছু লোকের অজ্ঞতার কারণে বেচারা ডাক্তারের উপর দূর্ভাগ্য নেমে আসে। অথচ সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এই বিষয়টি মানতে পারে না যে, কোন ডাক্তার কোন রোগীকে উল্লেখযোগ্যভাবে শারীরিক ক্ষতি করবে কিংবা মেরে ফেলবে! স্পষ্টতই যদি তারা এরূপ করেই থাকে, তবে তো তাদের দূর্নাম হবে আর মানুষ তাদের কাছে চিকিৎসা করাতে ভয় করবে। অবশ্য ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব ভিন্ন কথা, এই আশঙ্কার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রসিদ্ধ ওলামা ও ধর্মীয় নেতাদের অমুসলিম ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা না করানোই উত্তম, কেননা এমন যেনো না হয় যে, জীবনের কোন মারাত্মক ক্ষতি না হয়ে গেলো। সাধারণ মুসলমানদের অমুসলিম ডাক্তারের নিকট ঐ ধরণের রোগের চিকিৎসা করানোর অনুমতি রয়েছে, যাতে অমুসলিম ডাক্তারের কোন খারাপ উদ্দেশ্য চলতে না পারে।

www.dawateislami.net

অমুসলিম থেকে চিকিৎসা করানোর শিক্ষনীয় ঘটনা

আমার প্রিয় আ'লা হযরত, মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "**ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া**" ২১তম খন্ডের ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন: "ইমাম মারেযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ হলেন, তখন এক ইহুদী ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলো, সুস্থ হয়ে যেতেন, অতঃপর আবারো অসুস্থ হয়ে যেতেন, কয়েকবার এমনটি হলো, অবশেষে তাকে একাকী ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: যদি আপনি সত্য কথা জিজ্ঞাসা করেন তবে আমাদের নিকট এরচেয়ে বেশি কোন সাওয়াবের কাজ নেই যে, আপনার মতো ইমামকে মুসলমানদের হাত থেকে নষ্ট করে দেয়া। ইমাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে দূর করে দিলেন, **আল্লাহ পাক** তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, অতঃপর ইমাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এই শাস্ত্রে কিতাব রচনা করেন আর শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে গড়ে তুলেন এবং মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন যে, কাফির ডাক্তারদের কাছে যেনো কখনো চিকিৎসা না করায়। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/২৪৩) (অমুসলিমের নিকট চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ২৩৮ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠায় দেখে নিন)

আরোগ্য লাভ হওয়া, না হওয়ার রহস্য

মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীসে পাকের আলোকে **মিরাত শরহে মিশকাত** ৬ষ্ঠ খন্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় মিরকাত প্রণেতার বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেন: "যখন **আল্লাহ পাক** কোন রোগীর আরোগ্য চান না, তখন ঔষধ ও রোগের

www.dawateislami.net

মাঝখানে একজন ফিরিশতার মাধ্যমে আড়াল সৃষ্টি করে দেন, যার কারণে ঔষধ রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে না, আর যখন আরোগ্যের ইচ্ছা করেন তখন সেই আড়াল সারিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে ঔষধ রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে আর আরোগ্য লাভ হয়ে যায়।"

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/২৮৯, হাদীস ৪৫১৫)

ক্যান্সারের রূহানী চিকিৎসা

এক ইসলামী ভাই সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে বললো: আমার মামাজানের **পেটে ক্যান্সার** হয়ে গেলো, চিকিৎসা চলছিলো, একবার হাসপাতালে কেউ তাকে একটি চিরকুট দিলো, যাতে কিছুটা এরূপ লেখা ছিলো যে, এক ক্যান্সার রোগীকে ডাক্তাররা দূরারোগ্য বলে দিলো, বেচারা খুবই চিন্তিত ও জীবনের প্রতি খুব হতাশ ছিলো, এমতাবস্থায় তাকে কেউ কুরআনে করীমের বিভিন্ন সূরার কয়েকটি নির্বাচিত আয়াত পাঠ করতে দিলো (যা সামনে আসছে), সে একনিষ্ঠ অন্তরে তা প্রতিদিন তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলো, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগলো এবং কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন পড়ার বরকতে ক্যান্সার রোগ সুস্থ হয়ে গেলো আর সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলো। মামাজানও চিরকুটে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه (এই লেখাটি লেখার সময়) আশ্চর্যজনকভাবে মামাজানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগলো। তিনি **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন এবং মুসলমানদের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য আকর্ষণীয় কার্ড আকারে সেই চিরকুটের ২০০০ কপি ছাপালেন। যদি রোগী ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জনের নিয়্যতে একান্ত বিশ্বাস সহকারে এই

www.dawateislami.net

আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তবে اِنْ شَآءَ الله হতাশ হবে না। (সময়সীমা আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত)

(আগে ও পরে তিনবার দরূদ শরীফ সহকারে প্রতিদিন একবার এই আয়াতগুলো পড়ুন)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾[১] ﴿وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾[২] ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴾[৩] ﴿اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ﴾[৪] ﴿قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ﴾[৫] ﴿اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ﴾[৬] ﴿اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ﴾[৭] ﴿لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ﴾[৮] ﴿اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ﴾[৯] ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾[১০] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى

১. (পারা ১৫, বনী ঈসরাঈল, ৮২) ২. (পারা ১৯, শু'আরা, ৮০) ৩. (পারা ১৮, মু'মিনুন, ১১৮) ৪. (পারা ২০, নামল, ৬২) ৫. (পারা ১৭, আম্বিয়া, ৬৯) ৬. (পারা ১৭,আম্বিয়া, ৮৩) ৭. (পারা ২৭, ক্বমর, ১০) ৮. (পারা ১৭, আম্বিয়া, ৮৭, ৮৮) ৯. (পারা ১২, হুদ, ৫৭) ১০. (পারা ৪, আলে ইমরান, ১৮৩) ১১. (পারা ৫, নিসা, ৮১) ১২. (পারা ২৪, আজ যুমার, ৩৬) ১৩. (পারা ১৭, হজ্ব, ৭৮) ১৪. (সূরা ফাতিহা, ১) ১৫. (পারা ৯, আনফাল, ৪০) ১৬. (পারা ১৮, মু'মিনুন, ১৪)

www.dawateislami.net

اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۱﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ﴿۱۲﴾ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ
فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۱۳﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴﴾ نِعْمَ
الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۱۵﴾ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿۱۶﴾
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

ডান হাতে পান করুন, কেননা এটা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমলদার আলিমের সহচর্যে আখিরাতের উপকার সম্বলিত মাদানী ফুল অর্জিত হতে থাকে, হুযুর মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِও একজন আমলদার আলিম ছিলেন, তাঁর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, যখনই কাউকে সুন্নাত বর্জন করতে দেখতেন, তখনই তাকে সংশোধন করতেন, যেমনটি; তাঁরই এক ছাত্র বলেন: ১৩৭৩ হিজরীর ঘটনা, একদিন দরসে হাদীস চলাকালে যখন **মুসলিম শরীফে**র দরস শুরু হয়েছিলো, জনৈক ভদ্রলোক “দারুল হাদীসে” শিক্ষার্থীদের জন্য চা নিয়ে এলো, দরস শেষ হতেই হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ইশারায় চা বন্টন হতে লাগলো। যখন এই অধমের পালা এলো, তখন আমি ডান হাতে কাপটি ধরলাম, প্লেটে চা ঢাললাম আর বাম হাতে প্লেট মুখের নিকট নিয়ে গেলাম। হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর আওয়াজ “দারুল হাদীসে” গুঞ্জন করে উঠলো: মাওলানা! আপনি কি বাম হাতেই চা পান করছেন! আমি কাপটি নিচে রেখে ডান হাতে প্লেটটি নিলাম আর পান করতে লাগলাম। যখন আবারো কাপ থেকে প্লেটে চা ঢালতে লাগলাম, তখন আবারো আওয়াজ এলো। মাওলানা!

www.dawateislami.net

আপনি বাম হাতে চা ঢালছেন। তখন আমি প্লেটটি রেখে দিলাম, ডান হাতে কাপটি নিয়ে পান করতে লাগলাম। তখন হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুচকি হেসে বললেন: "তাইয়্যিব, তাইয়্যিব অর্থাৎ এবার ঠিক আছে।" এখনও একাকী বসে যখনই এই ঘটনাটির কথা মনে পড়ে, এবং তাইয়্যিব, তাইয়্যিব শব্দের গুঞ্জন কানে বেজে উঠে, তখন চোখে অশ্রু এসে যায়। (হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

বাম হাতে পানাহার , আদান-প্রদান শয়তানের রীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি হতে হযরত মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা সুন্দরভাবে অনুমান করা যায়। হায়! আমরা সবাই যেনো নেকীর দাওয়াতের এই রীতি অবলম্বন করে অধিকহারে সুন্নাতের সাড়া জাগাতে থাকি। বর্ণিত ঘটনায় বাম হাতে চা পানে নিষেধ করার আলোচনা রয়েছে আর হাদীসে পাকে বাম হাতে পানাহারের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" প্রথম খন্ডের ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা সকলেই ডান হাতে খাবে ও ডান হাতে পান করবে আর ডান হাতে নিবে ও ডান হাতে দিবে, কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় ও বাম হাতে নেয়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১২, হাদীস ৩২৬৬)

www.dawateislami.net

সকল কাজে বাম হাত কেনো...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে আমরা দুনিয়ার চক্করে এমনভাবে আটকে গেছি যে, **আল্লাহর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের প্রতি আমাদের কোনরূপ মনোযোগ নেই, **মনে রাখবেন!** হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে: "নিশ্চয় শয়তান মানুষের (শরীরের) মধ্যে রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে।" (বুখারী, ১/৬৬৯, হাদীস ২০৩৮) স্পষ্টতঃ সে আমাদেরকে সুন্নাতের দিকে কেনো যেতে দিবে? শয়তান পেছনে লেগেই থাকে, যদিও ডান হাতেই আহার করা হয় কিন্তু তবুও বাম হাতে কিছু না কিছু কাজ করে নেয়া হয়, আহার করার সময় যেহেতু ডান হাতে খাবার লেগে থাকে, তাই অধিকাংশ লোক বাম হাতেই পানি পান করে থাকে, চা পান করার সময় কাপ থাকে ডান হাতে আর বাম হাতের প্লেটে চা ঢেলে পান করা হয়, কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ ডান হাতে থাকে আর গ্লাস বাম হাতে এবং বাম হাতেই গ্লাস অপরকে দেয়া হয়। "হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম" এর ৩৭৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে; মুহাদ্দিসে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "লেনদেনে ডান হাত ব্যবহার করো, এই অভ্যাসটি যেনো এমন পাকাপোক্ত হয়ে যায় যে, কাল কিয়ামতে যখন আমলনামা প্রদান করা হবে, তখন যেনো এই অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাতটি অগ্রসর হয়ে যায় তবে তো সফলতা নসীব হবে।

ইয়া ইলাহী! না'মায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগেঁ
এ্য'ব পোশে খলক সত্তারে খাতা কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

www.dawateislami.net

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুনাজাতের এই শেরটির প্রথম পংক্তিতে "না'মায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগিঁ" লিখেছেন, শেষের শব্দটি 'লাগে' না লিখাতেও আশ্চর্য রহস্য রয়েছে। 'লাগে' লিখলে এই অর্থ দাঁড়াতো যে, যখন আমার আমলনামা খোলা হচ্ছে, আর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চান যে, হায়! আমার আমলনামাটি খোলাই না হোক, ব্যস এমনিতেই বিনা হিসাবে যেনো ক্ষমা হয়ে যায়, তাই 'লাগে' নয় বরং 'লাগিঁ' লিখেছেন। অতএব এখন শেরটির অর্থ হবে: তখন আমার আমলনামা যেনো খোলাই না হয় বরং যেনো **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়, **যাঁকে তুমি তোমার** দয়া ও অনুগ্রহে 'সাত্তার' অর্থাৎ "গুনাহ গোপনকারী" বানিয়েছো, যদি তুমি এই দয়া করে দাও, তবে আমার অবাধ্যতা আর **তাঁর** অনুগ্রহ এর বিহিত করবে।

হযরত দীদার আলী শাহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **আল্লাহ**র দরবারে আরয করছেন:

ওয়াক্তে নাযআ' ওয়াক্তে মির্গ ও ওয়াক্তে ওয়াহশত কবর মে
হাশর মে উস শাফেয়ে রোযে জযা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী জব আ'মল তুলনে লাগি মীযান মে
শাফেয়ে মাহশর শাহে হার দোসরা কা সাথ হো

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net